আজ দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি শুরু

সংগৃহীত ছবি

আজ (১২ অক্টোবর) থেকে শুরু হচ্ছে দেশের প্রথম জাতীয় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন। এক মাসব্যাপী এ কর্মসূচিতে ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী প্রায় ৫ কোটি শিশুকে বিনামূল্যে ইনজেকটেবল টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় পর্যায়ে টাইফয়েড প্রতিরোধে টিকাদান কর্মসূচি শুরু হচ্ছে আজ শনিবার (১২ অক্টোবর)। এক মাসব্যাপী এই বিশাল কর্মসূচির আওতায় ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী প্রায় পাঁচ কোটি শিশুকে বিনামূল্যে ইনজেকটেবল টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, প্রাক্-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্কুল ও মাদ্রাসায় এই টিকা দেওয়া হবে। এরপর ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী অন্যান্য শিশুকে স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিকা প্রদান করবেন। শহরের পথশিশুদের টিকাদানের দায়িত্বে থাকবে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)।

এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রায় ৪ কোটি ৯০ লাখ শিশু টিকার আওতায় আসবে। ইতোমধ্যে ১ কোটি ৬৮ লাখ শিশু নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে, এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়া এখনো চালু রয়েছে। জন্মসনদ না থাকলেও নিকটস্থ টিকাকেন্দ্রে গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় সহজেই নিবন্ধন করা যাবে।

অভিভাবকেরা সন্তানদের নিবন্ধনের জন্য https://vaxepi.gov.bd/registration/tcv ওয়েবসাইটে গিয়ে ১৭ সংখ্যার জন্মনিবন্ধন নম্বর ব্যবহার করে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। নিবন্ধনের পর সরাসরি ভ্যাকসিন কার্ড ডাউনলোড করা যাবে।

ইপিআই (সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি)-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. আবুল ফজল মো. শাহাবুদ্দিন খান জানান, “১২ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই ক্যাম্পেইনের প্রথম ১০ দিন স্কুল ও মাদ্রাসায় ক্যাম্পের মাধ্যমে টিকাদান করা হবে, পরবর্তী ৮ দিন ইপিআই সেন্টারে কার্যক্রম চলবে।”

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই কর্মসূচি দেশের শিশুদের মধ্যে টাইফয়েড সংক্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং ভবিষ্যতে রোগ প্রতিরোধে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।